ভোরের কাগজ

DEC. -3 2000

পাঠ্যপুস্তক সংকট

প্রাথমিক স্তরের ৫ কোটি ৬২ লাখ বই ছেপে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য জেলায় জেলায় পৌঁছে দেওয়ার নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে। নির্ধারিত দিনটি ছিল ৩০ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার। নতুন শিক্ষাবর্ষের সূচনায় পাঠ্যবই পাওয়া নিয়ে এ অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় কেবল শিক্ষার্থীদের মধ্যেই নয়; অভিভাবকমহলেও দুশ্চিন্তার সঞ্চার হয়েছে। ভোরের কাগজের প্রতিবেদনে আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল, মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর শম্বুকগতি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাকে ব্যাহত করতে পারে। শেষ পর্যন্ত সে অনুমান সত্য হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকের এই বিলম্বিত মুদ্রণের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ ছাপাখানাগুলোর ব্যর্থতার দায় তাদের নিজের। কিন্তু এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডও (এনসিটিবি) তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। পাঠ্যপুস্তক সংকটের ফলে দেশের লাখ লাখ ছেলেমেয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা দেখা দেবে, তার কুফল ভোগ করতে হবে গোটা জাতিকেই।

একই শর্তে প্রায় ৬ কোটি বই মুদ্রণ ও সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয় মোট ১০৮টি মুদ্রণালয়কে। তবে, এই বিপুলসংখ্যক বই মুদ্রণের প্রায় ৭৫ শতাংশের কাজ দেওয়া হয় বেক্সিমকোর আওতাধীন পুস্তকা, শুকতারা ও ফ্রি প্রেস নামক তিনটি প্রেসকে। দুঃখজনক ব্যাপার এই, এই তিনটি প্রেসের ব্যাংক গ্যারান্টি শিথিল করা সত্ত্বেও তারা সময়মতো প্রাথমিক কাজটুকুও শুরু করতে পারেনি। ৪ লাখ রিমের মধ্যে তাদের কয়েক দফায় মাত্র ৪০ হাজার রিম কাগজ তোলার পরেই সংশয় দেখা দেয়, কীভাবে সময়সীমা অনুযায়ী বই ছাপা ও বিতরণ সম্ভব হবে! ১০৮টি প্রতিষ্ঠান নিয়মমতো ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়ে কাজ শুরু করলেও তা প্রাথমিক পর্যায়ই অতিক্রম করেনি। ছোট বড়ো সব প্রতিষ্ঠানেই ছাপার কাজ চলেছে ঢিমেতালে। দুঃখজনক ব্যাপার এই, এ পর্যন্ত কোনো প্রতিষ্ঠানই পূর্ণাঙ্গ একটি বইও ছাপাতে পারেনি। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো এনসিটিবির অগ্রগতির রিপোর্টেও প্রাথমিক স্তরের বই ছাপার এ সমস্যাকে ভয়াবহ বলে উল্লেখ করা হয়। বইয়ের মুদ্রণ ও সরবরাহের নির্ধারিত সময়ের মাত্র ২ দিন আগে প্রদত্ত এ প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

প্রশ্ন, এই ব্যর্থতার দায় কে নেবে? বড়ো মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সময়সীমা সম্প্রসারণের আবেদন জানিয়েছে, তা মেনে নিলেই কি সমস্যার সমাধান হবে? বিপুল সংখ্যক বই ছাপার দায়িত্ব তিন প্রতিষ্ঠানের নামে প্রকারান্তরে উল্লেখিত একই প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া নিয়েও কথা উঠেছে। এমনকি চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ এনে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বই ছাপানোর কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতাহীন ওই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার যে কথা বলছে, তাকেও অনুমান করা হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবির আইওয়াশ হিসেবে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং অন্য কর্মকর্তারা জবাবদিহিতার বিড়ম্বনা এড়াতে সাংবাদিকদের নাকি এড়িয়ে চলছেন। সংকট চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলেও গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কয়েক দফা নিষ্ফল মিটিং ছাড়া দায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তই হোক, প্রাথমিক স্তরের বিপুল পরিমাণ পাঠ্যবই সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানোর ব্যর্থতাজনিত ক্ষতি পূরণ হবে বলে মনে হয় না। কী কারণে এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সূচনা হলো তা খতিয়ে দেখে এ পরিস্থিতির জন্য যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়াই হবে সমীচীন।

শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তই হোক, প্রাথমিক স্তরের বিপুল পরিমাণ পাঠ্যবই সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানোর ব্যর্থতাজনিত ক্ষতি পূরণ হবে বলে মনে হয় না। কী কারণে এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সূচনা হলো তা খতিয়ে দেখে এ পরিস্থিতির জন্য যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়াই হবে সমীচীন।